

শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিল

রমাদানে প্রচলিত ভুল



রমাদানে প্রচলিত ভুল

শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিল



রমাদানে প্রচলিত ভুল
শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিল

সুবুতখারা
SUBUT ONLINE-1

সুবুতক্ষণ
১৬ মে, ২০১৭

স্বত্ব

দাওয়াহর কাজে SUBUT ONLINE কর্তৃক
প্রকাশিত সবকিছু হুবুহ ব্যবহারে কোনো
বিধিনিষেধ প্রযোজ্য নয় এবং অনুমতিরও
প্রয়োজন নেই।

SUBUT সু বু ত
www.facebook.com/SubutOnline

সুবুতকহন

بسم الله الرحمن الرحيم

রমাদান আসলো বলে। ঠিকভাবে সিয়াম পালন করা এবং রমাদানের হক পালন করার জন্য রমাদানের ইলম অর্জনের গুরুত্ব অনেক। রমাদানে আমাদের ভুলও কম হয় না। ছোটো ছোটো কিছু বিষয়ে আমরা প্রায়ই ভুল করে থাকি। এমনই কিছু ভুল ও এর সংশোধন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হলো ‘Common Mistakes During Ramadhan’ এর বাংলা— রমাদানে প্রচলিত ভুল। ভাষান্তরে কোনো ভুল পেলে আমাদের তৎক্ষণাৎ জানাবেন; ইনশাআল্লাহ আমরা পরবর্তীতে আবারও এর বিশুদ্ধ সংস্করণ বের করবো। অনুরোধ— আপনাদের দুয়ায় সুবুতকে শরিক রাখবেন।

রমাদানে প্রচলিত ভুল

১. খাবারের প্রতি মনোযোগ দেয়া: বিশেষভাবে বললে এসময় সাওম রাখার চেয়ে মানুষ খাবার নিয়ে বেশি উদ্বিগ্ন হতে শুরু করে। পরিণামে ইফতারের পেছনে হাজার হাজার টাকা অপচয় করতে দেখা যায়, অথচ একজনের এত পরিমাণ খাবারের দরকার হয় না।

২. ফজরের সালাতের অনেক আগে সাহরি করা: কেউ কেউ তারাওয়িহ্ অথবা ইশার সালাতের কয়েক ঘণ্টা পরই সাহরি খেয়ে ফেলেন, এটা ভুল নিয়ম। ফজরের সালাতের কাছাকাছি সময়ে সাহরি করা উচিত।

৩. রামাদানের জন্য সাওম থাকার নিয়াত না করা: এটি অন্তরের বিষয়, এতে মৌখিক স্বীকৃতির প্রয়োজন নেই। রামাদানের শুরুতে একবার করলেই হলো, প্রতিদিন করার দরকার নেই।

৪. যদি আপনি দেহিতে বুঝতে পারেন যে, সাহরি শেষ এবং রমাদান শুরু হয়ে গেছে, তাহলে আপনার উচিত তখনই খাওয়া বন্ধ করে ওইদিন সাওম রাখা এবং পরবর্তীতে রামাদান বা ঈদের শেষে সাওম রেখে ওই সাওমের কাযা আদায় করে নিবেন।

৫. এমন অনেক লোক আছেন যারা মনে করেন, রামাদানের প্রথম রাতে তারাওয়িহ্ পড়তে হয় না। তারা মনে করেন, যেদিন সাওম রাখা হয়, সেদিনের রাত থেকে তারাওয়িহ্ পড়তে হয়। কিন্তু তারা ভুলে যান, আরবি মাসের হিসাব চাঁদের সাথে, মাগরিবের পর থেকেই নতুন দিন শুরু হয়।

৬. অনেক লোক মনে করেন, ভুলবশত কিছু খেয়ে ফেললে কিংবা পান করে ফেললে সাওম ভেঙে যায়; এটা ভুল ধারণা। যদি ভুলবশত এমনটি হয়ে যায়, তবে সাওম জারি রাখা উচিত এবং এর কাযা আদায় করতে হবে না।

৭. কিছু মানুষ এরকম দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেন, কাউকে কিছু খেতে বা পান করতে দেখলে তাকে মনে করিয়ে দেয়া উচিত নয় যে, সে সাওম অবস্থায় আছে। শাইখ বিন বাযের মতে এটা ভুল, কারণ আল্লাহুতায়ালার সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করতে আমাদের দায়িত্ব দিয়েছেন। আমরা তাকে বিরত থাকতে বলবো আর এভাবেই আমরা অসৎ কাজে নিষেধ করতে পারবো।

৮. অনেক বোন মনে করেন, সাওম রাখা অবস্থায় তারা মেহেদি ব্যবহার করতে পারবেন না; এটাও ভুল। রামাদানেও তারা মেহেদি ব্যবহার করতে পারবেন।

৯. কিছু লোকের বিশ্বাস, সাওম অবস্থায় রান্নাবান্নার সময় খাবার বা মসলার স্বাদ বোঝার জন্য স্বাদ চেখে দেখা যাবে না; এটা ভুল। ইসলামে এরকম স্বাদ চেখে দেখা বৈধ, যদি না রীধুনি খাবার খেয়ে ফেলেন। খাবারে লবণ বা মসলার স্বাদ বোঝার জন্য স্বাদ চেখে দেখা যাবে।

১০. অনেকে মনে করেন, সাওম থাকাকালীন অবস্থায় মিসওয়াক বা টুথপেস্ট ব্যবহার করা যাবে না। এ ধারণাটি ভুল; কারণ রাসুল ﷺ রামাদানের সময় মিসওয়াক ব্যবহার করেছিলেন। আপনি টুথপেস্টও ব্যবহার করতে পারেন। এর যুক্তি হিসেবে আলিমগণ বলেন, মিসওয়াকে ফ্লেভার থাকে, তাই টুথপেস্ট ব্যবহারেও বাধা নেই (যদি আপনি তা খেয়ে না ফেলেন)।

১১. কেউ কেউ ফজরের আযান তাড়াতাড়ি দিয়ে ফেলেন যাতে লোকেরা ফজরের আগে খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দেয় এবং তাদের সাওম যাতে অশুদ্ধ না হয়। এটা ঠিক নয় এবং এরকম করা অনুচিত।

১২. কিছু লোক মাগরিবের আযান দেরি করে দেন যাতে লোকেরা দেহিতে ইফতার করে। এটাও ঠিক নয় এবং এরকম করাও আমাদের জন্য অনুচিত।

১৩. অনেক লোক মনে করেন পুরো রামাদান মাসে কেউ তার সহধর্মিণীর সাথে সহবাস করতে পারবে না। এরকম ধারণা ভুল। আপনি কেবল সাওম থাকাকালীন অবস্থায় এমনটি করতে পারবেন না কিন্তু মাগরিব থেকে ফজর পর্যন্ত আপনার জন্য তা বৈধ।

১৪. অনেক মহিলা বিশ্বাস করেন যে, যদি তাদের ঋতুস্রাব সবেমাত্র শেষ হয় আর তারা যদি গোসল না করেন, তাহলে সাওম রাখতে পারবেন না (এমন ভেবে যে, তাদের ঋতুস্রাব রাতে শেষ

হলো আর তারা গোসল না করেই ঘুমোতে গেলেন এবং এমন সময় উঠলেন যখন আর গোসল করতে পারলেন না); এটা ভুল ধারণা। যদি কোনো মহিলা গোসল না করে থাকেন, তবুও তিনি সাওম রাখতে পারবেন।

১৫. অনেক পুরুষ মনে করেন, স্ত্রীর সাথে সহবাস করার পর যদি তারা গোসল করতে না পারেন (ওপরের অবস্থার মতো), তাহলে সকালে সাওম রাখতে পারবেন না; এটাও ভুল। গোসল না করে থাকলেও তিনি সাওম রাখতে পারবেন।

১৬. কেউ কেউ রামাদানের সময় যুহর ও আসরের সালাত একসাথে পড়েন (বিশেষ করে আরব দেশগুলোতে); এটা ঠিক নয়। এমনটি পরিহার করা উচিত।

১৭. কিছু কিছু লোক মনে করেন মুয়াজ্জিন মাগরিবের আযান শেষ না করা পর্যন্ত ইফতার শুরু করা যাবে না; এটা সঠিক নয়। মুয়াজ্জিনের আযান শুরুর মুহূর্ত থেকেই ইফতার করা যাবে।

১৮. অনেক লোক ইফতারের আগে দুয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন। অথচ এটি হলো সেই তিনটি বিশেষ সময়ের একটি সময়, যে সময়গুলোতে আল্লাহ বান্দার দুয়া কবুল করেন।

১৯. অনেকে রামাদানের শেষসময় রামাদানকে অবহেলা করে ঈদের প্রস্তুতির কাজে অহেতুক সময়ের অপচয় করেন; এ ঠিক নয়। আসলে ওই লোকেরা রামাদানের প্রকৃত ধারণাই খুইয়ে বসেছে।

২০. অনেক পিতামাতা তাদের বাচ্চাদের সাওম রাখা থেকে বিরত রাখেন; এটি বাচ্চাদের বিকাশের পরিপন্থী। ছোটবেলা থেকেই সাওম রাখার অভ্যাস গড়ে তুললে সে বুঝতে শিখবে যে, এ বিষয়টি পালন তাকে করতেই হবে।

২১. অনেক লোক মনে করেন, রামাদানের মানে কেবল পানাহার থেকে বিরত থাকা। তারা নিজেদের রাগকে নিয়ন্ত্রণ করতে ভুলে যান এবং নিজ জিহ্বা ও চোখকে সংযত রাখার ধার ধারেন না; অথচ রামাদানের সময় আমাদের মেজাজ আর জিহ্বাকে আরও বেশি সংযত রাখার কথা ছিলো।

২২. লোকেরা প্রায়ই রামাদানের মূল্যবান সময়কে অহেতুক অপচয় করেন। সাওম রেখে তারা ঘুমিয়ে থাকেন, কোনো আমল করেন না। বেশি বেশি নফল ইবাদাত করার মাধ্যমে আমাদের উচিত এই মহিমান্বিত মাসের পূরিপূর্ণ ব্যবহার করা।

২৩. কিছু লোক রামাদানে কোথাও বেড়াতে যান না বা কোনো ভ্রমণ করেন না। তারা মনে করেন, ভ্রমণ করলে তাদেরকে সাওম ভাঙতে হবে। এটি আসলে ইচ্ছাধীন বিষয়। আপনি যদি ভ্রমণের সময় সাওম রাখতে না চান, তাহলে তা ভাঙতে পারবেন (পরে এর কাযা আদায় করতে হবে) আর আপনি যদি সাওম ভাঙতে না চান, তাহলে সেটিও করতে পারবেন।

২৪. সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও অনেক লোক মসজিদে ইতিকাফ করেন না। আমাদের নিজেদের সুস্বাস্থ্যের ফায়দা উঠানো দরকার এবং মসজিদে বেশি সময় পার করা উচিত, বিশেষ করে রামাদানের শেষের দশদিনে।

২৫. কিছু লোক মনে করেন, রামাদান মাসে চুল বা নখ কাটা যাবে না; এটাও ভুল ধারণা।

২৬. কিছু লোককে বলতে শোনা যায়, রামাদানের সময় নিজের থুথু গেলা যাবে না; এটা ভুল ধারণা। এছাড়া আপনি মুখে আসা শ্লেষ্মা গিলতে পারবেন না।

২৭. কিছু লোককে বলতে দেখা যায়, রামাদানের সময় সুগন্ধি তেল বা আতর ব্যবহার করা যাবে না; এটাও ভুল ধারণা।

২৮. কিছু লোক মনে করেন, রক্তপাত সাওমকে ভেঙে ফেলে; এটি ঠিক নয়।

২৯. কিছু লোকের বিশ্বাস যে, দুর্ঘটনার (বীর্যপাত) শিকার হলে সাওম ভেঙে যায়; এটা ঠিক নয়। তবে আপনি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে তা করেন তাহলে সাওম ভেঙে যাবে।

৩০. কিছু লোক মনে করেন, রামাদানে ওয়ুর সময় মুখ কিংবা নাকে পানি নেয়া যাবে না; এটাও ঠিক নয়।